16-01-2024 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে বনবাসে রয়েছো, ভালো ভালো পোশাক পরিধান করা, ভালো ভালো খাবার খাওয়া... এই ধরনের শখ বাচ্চারা, তোমাদের হওয়া উচিত নয়, ঈশ্বরীয় পড়াশোনা আর ক্যারেক্টারের উপরে সম্পূর্ণ নজর দিতে হবে"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞান রত্নে সর্বদা ভরপুর থাকার সাধন কি?

*উত্তরঃ - দান l যত অন্যকে দান করবে, ততই নিজে ভরপুর থাকবে l বুদ্ধিমান সেই, যে নিজে শুনে ধারণ করবে তারপর অন্যদের দান করবে l বুদ্ধিরুপী ঝুলিতে যদি ছিদ্র থাকে তাহলে বেরিয়ে চলে যাবে, ধারণা হবে না, তাই নিয়ম করে এই পড়া পড়তে হবে l পাঁচ বিকার থেকে দূরে থাকতে হবে l রূপ বসন্ত হতে হবে l

ওম্ শান্তি l আত্মিক পিতা আত্মিক বাচ্চাদের বোঝান l আত্মিক বাবাও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বলেন, আর আত্মিক বাচ্চারাও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই শোনে l এ হলো নতুন কথা l দুনিয়াতে কোনো মানুষই এমন কথা বলতে পারে না l তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই তোমরা বুঝতে পারো, যেমন টিচার যখন পড়ায় তখন স্টুডেন্টদের রেজিস্টার সব কিছু শো করে l এই রেজিস্টার দেখেই স্টুডেন্টদের পড়াশোনা আর চালচলন সম্বন্ধে জানতে পারা যায় l আসল হলো পড়াশোনা আর ক্যারেক্টার, এ হলো ঈশ্বরীয় পড়াশোনা যা আর কেউই পড়াতে পারে না l রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য - অন্ত, সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান, সম্পূর্ণ দুনিয়ার কোনো মানুষই এ জানে না l ঋষি - মুনিরা, যাঁরা এতো পড়েছে, যাঁরা অথরিটি, সেই প্রাচীন ঋষি - মুনিরা নিজেরাই বলেন যে, আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানি না l বাবা এসেই সেই পরিচয় দিয়েছেন l এ'কথাও বলা হয় যে - এ হলো কাঁটার জঙ্গল l জঙ্গলে তো অবশ্যই আগুন লাগে l ফুলের বাগানে কখনোই আগুন লাগে না। জঙ্গল সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে l বাগান হলো সবুজ l সবুজ বাগানে কখনো আগুন লাগে না l শুকনো জিনিসে চট্ করে আগুন লেগে যায় l এ হলো অসীম জগতের জঙ্গল, এখানেও আগুন লেগেছিলো l বাগানও স্থাপন হয়েছিলো l তোমাদের বাগান এখন গুপ্তভাবে স্থাপন হচ্ছে l তোমরা জানো যে, আমরা এই বাগানে সুগন্ধিত ফুলের সমান দেবতা তৈরী হচ্ছি, তার নাম হলো স্বর্গ l এখন সেই স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে l সত্যিই ওয়ান্ডার, তোমরা যতই মানুষকে বোঝাও না কেন, কারও বুদ্ধিতেই বসে না, যারা এই ধর্মের হবে না, তাদের বুদ্ধিতে বসবেও না l তারা এক কান দিয়ে শুনবে আর অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে l সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে ভারতবাসী কতো অল্প হবে l এরপর দ্বাপর আর কলিযুগে কতো বৃদ্ধি হয়ে যায় l ওখানে একটি বা দুটি সন্তান আর এখানে চার - পাঁচটি সন্তান বৃদ্ধি হয়ে যায় l ভারতবাসীদেরই এখন হিন্দু বলা হয় l বাস্তবে তারা দেবতা ধর্মের ছিলো, অন্য কোনো ধর্মের মানুষ নিজের ধর্মকে ভোলে না l এই ভারতবাসীরাই সব ভুলে গেছে l দেখো, এখন কতো মানুষ l এতো সবাই তো এসে জ্ঞান শুনবে না l প্রত্যেকেই তার নিজের জন্মকে বুঝতে পারে l যারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছে, তাঁরা অবশ্যই পুরানো ভক্ত হবে l তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা কতো ভক্তি করেছি l অল্প ভক্তি করলে জ্ঞানও অল্প ধারণ করবে আর অল্পকেই বোঝাতে পারবে l অনেক ভক্তি করলে অনেক জ্ঞান ধারণ করতে পারবে আর অনেককেই বোঝাতে পারবে l জ্ঞান ধারণ করতে না পারলে বোঝাতে পারবে না তাই তার ফলও অল্পই পাবে l এ তো হিসেব তাই না l

বাবাকে একজন বাচ্চা হিসাব দিয়ে পাঠিয়েছিল যে, ইসলামীদের এতো জন্ম আর বৌদ্ধদের এতো জন্ম হওয়া উচিত l বুদ্ধও হলেন ধর্মস্থাপক l তাঁর পূর্বে কেউই বৌদ্ধ ধর্মের ছিলো না l বুদ্ধের সোল প্রবেশ করেছিল l তিনিই বৌদ্ধ ধর্ম স্থাপন করছিলেন l এরপর একের পর এক বৃদ্ধি হতে থাকে l তিনিও এক প্রজাপিতা l একের থেকে কতো বৃদ্ধি হয় l তোমাদের তো নতুন দুনিয়াতে রাজা হতে হবে l এখানে তো তোমরা বনবাসে রয়েছো। তোমাদের কোনো জিনিসেরই শখ থাকা উচিত নয় l আমরা ভালো জামাকাপড় ব্যবহার করবো - এও হলো দেহ - অভিমান l যা পাবো, তাই ভালো l এই দুনিয়ার আর খুব অল্প সময় বাকি আছে l এখানে ভালো কাপড় পরলে ওখানে কম হয়ে যাবে l এই শখও ছাড়তে হবে l এর পরের দিকে বাচ্চারা, তোমাদের নিজে থেকেই সাক্ষাৎকার হতে থাকবে l তোমরা নিজেরাই বলবে, এ তো খুব ভালো সার্ভিস করে, আশ্চর্যের l এ নিশ্চয়ই উচ্চ নম্বর নেবে l তারপর নিজের মতো বানাতে থাকবে l দিনে দিনে এই বাগান তো বড় হতে থাকবে l সত্যযুগের আর ত্রেতাযুগের যেসবের দেবী দেবতা আছে, তারা গুপ্তভাবে এখানেই বসে আছে, এরপর তাঁরাও প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে l এখন তোমরা গুপ্ত পদ পাচ্ছো l তোমরা জানো যে - আমরা মৃত্যুলোকে পড়ছি, পদ পাবো অমরলোকে l এমন পড়াশোনা কোথাও দেখেছো ? সত্যিই ওয়ান্ডার। পড়তে হবে পুরানো দুনিয়ায় আর পদ পাবে নতুন

দুনিয়ায় l পড়ানও তিনি, যিনি অমরলোকের স্থাপনা করে মৃত্যুলোকের বিনাশ করান l তোমাদের এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ অত্যন্ত ছোটো, এই সময়েই বাবা আসেন পড়ানোর জন্য l তিনি এলেই পড়া শুরু হয়ে যায় l তখন বাবা বলেন -- তোমরা ফর্ম ভর্তি করাও, তাহলেই বোঝা যাবে যে কিছু শিখেছে l বাকি এখানে এসে কি করবে l মানুষ যেমন সাধু - সন্ত - মহাত্মাদের কাছে যায়, এখানে তেমন কোনো ব্যাপার নেই l এনার রূপ তো তেমনই সাধারণ l পোশাকেও তেমন কোনো তফাৎ নেই তাই কেউই বুঝতে পারে না l মনে করে, ইনি তো জহুরি ছিলেন l ইনি প্রথমে ছিলেন বিনাশী রত্নের জহুরি l এখন হয়েছেন অবিনাশী রত্নের জহুরি l তোমরাও অসীম জগতের বাবার থেকেই এই সমস্ত কিছু অর্জন করো l তিনি হলেন অনেক বড় সওদাগর, জাদুকর এবং রত্নাকর l তাই প্রত্যেকেই যেন নিজেকে মনে করে যে আমরা রূপ বসন্ত l আমাদের ভিতরে লাখ টাকার জ্ঞান রত্ন আছে l এই জ্ঞান রত্নের দ্বারা তোমরা পারস বুদ্ধির হয়ে যাও l এও বোঝার মতো কথা l খুব ভালো বুদ্ধিমান বাচ্চাই এই কথাকে ধারণ করতে পারে l ধারণা যদি না হয় তাহলে সে কোনো কাজের নয় l মনে করবে তার ঝুলিতে ছিদ্র আছে, সবই বের হয়ে যাচ্ছে l বাবা বলেন, আমি তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান দিচ্ছি l তোমরাও যদি দান দিতে থাকো, তাহলে ভরপুর থাকবে l না হলে, কিছুই নয়, সব খালি l পড়ে না, নিয়ম মেনে চলে না l এখানে সাবজেক্ট খুবই ভালো l পাঁচ বিকার থেকে তোমাদের সম্পূর্ণ দূরে যেতে হবে l

বাবা বোঝান যে, এই যে রাখী বন্ধন পালন করা হয়, তাও এই সময়ের l মানুষ কিন্তু অর্থ জানে না যে, কেন রাখী বাঁধা হয় l ওরা তো অপবিত্র থাকে আবার রাখীও বাঁধে l আগে ব্রাহ্মণরা রাখী বাঁধতো l এখন বোনেরা ভাইদের রাখী বাঁধে উপহারের জন্য l এখানে কোনো পবিত্রতা থাকে না l এখন অনেক সুন্দর আধুনিক রাখী বানানো হয় l এই দীপাবলী (দিওয়ালি), দশহরা সবই সঙ্গমের উৎসব l বাবা যা অ্যাক্ট করেছেন, তাই ভক্তিমার্গে চলতে থাকে l বাবা তোমাদের প্রকৃত গীতা শুনিয়ে এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ বানান l এখন তোমরা প্রথম বিভাগে যাচ্ছো l সত্যনারায়ণের কথা শুনে তোমরা নর থেকে নারায়ণ হও l বাচ্চারা, এখন তোমাদের সম্পূর্ণ দুনিয়াকে জাগাতে হবে l তাই কতো যোগের শক্তির প্রয়োজন l এই যোগের শক্তিতেই তোমরা কল্পে কল্পে স্বর্গের স্থাপনা করো l যোগবলের দ্বারা স্থাপনা হয় আর বাহুবলের দ্বারা হয় বিনাশ l শব্দ কেবল দুটো - অল্ফ (আল্লাহ), আর বে (বাদশাহী) l যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও l তোমাদের জ্ঞান হলো সম্পূর্ণ গুপ্ত l তোমরা যারা সতোপ্রধান ছিলে, তারাই এখন তমোপ্রধান হয়েছো l তোমাদের আবার সতোপ্রধান হতে হবে l প্রত্যেক বীজ অবশ্য করেই নতুন থেকে পুরানো হয় l নতুন দুনিয়াতে কি না হবে l পুরানো দুনিয়াতে তো কিছুই নেই যেন সব ফাঁকা l কোথায় ভারত একসময় স্বর্গ ছিলো, সেই ভারত এখন নরক হয়ে গেছে l রাত দিনের তফাৎ l মানুষ রাবণের ভূত বানিয়ে জ্বালায় কিন্তু কেউই অর্থ বোঝে না l তোমরা এখন বুঝতে পারছো, এরা কি কি করছে l তোমাদের মধ্যেও আগে অজ্ঞতা ছিলো এখন জ্ঞান আছে l কাল তোমরা নরকে ছিলে আজ সত্যিকারের স্বর্গে যাচ্ছো l এমন নয় যে, দুনিয়ার মানুষ যেমন বলে - উনি স্বর্গবাসী হয়েছেন l তোমরা এখন স্বর্গে যাবে তখন আর নরক পাবে না l এ কতো বোঝার মতো কথা l এ হলো এক সেকেন্ডের কথা l বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে l তোমরা এইকথা সবাইকে বলতে থাকো l সবাইকে বলো, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ যেমন ছিলেন, তাঁরাই আবার ৮৪ জন্ম নিয়ে এমন হয়েছেন l তোমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছো, আবার তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে l আত্মার তো বিনাশ হয় না l বাকি তাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হয় l বাবা অনেকভাবে তোমাদের বোঝাতে থাকেন l তিনি বলেন, আমার ব্যাটারি কখনোই পুরানো হয় না l বাবা কেবল বলেন, নিজেকে বিন্দু আত্মা মনে করো l মানুষ বলে, এর আত্মা শরীর ছেড়ে চলে গেছে l আত্মা সংস্কার অনুসারে এক শরীর থেকে অন্য শরীর ধারণ করে l এখন এই আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে l এও হলো ড্রামা l এই সৃষ্টিচক্র রিপিট হতে থাকে l পরের দিকে হিসেব করে বলে, দুনিয়াতে এতো মানুষ l এমন কেন বলে না যে, দুনিয়াতে এতো আত্মা l বাবা বলেন যে, বচ্চারা আমাকে কিভাবে ভুলে গেছে l তবুও আমাদের সকলের কল্যাণ করতে হবে, তাই মানুষ বাবাকে ডাকতে থাকে l তোমরা বাবাকে ভুলে যাও কিন্তু বাবা তোমাদের ভোলেন না l বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র বানাতে l এ হলো গোমুখ l বাকি ষাঁড় ইত্যাদির কোনো কথা নেই l ইনি হলেন ভাগ্যশালী রথ l বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বলেন যে, শিববাবা তোমাদের শৃঙ্গার করেন এ কথা যেন তোমাদের খুব ভালোভাবে স্মরণে থাকে l শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের অনেক লাভ হবে l বাবা আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান, তাই তোমরা এনাকে স্মরণ করবে না l শিববাবাই হলেন একমাত্র সদ্গুরু, তাঁর কাছেই তোমাদের সমর্পণ (বলিহারি যেতে হবে) হতে হবে l ইনিও ওঁনার কাছেই সমর্পিত হয়েছেন l বাবা বলেন যে, একমাত্র আমাকে স্মরণ করো l বাচ্চারা সত্যযুগী ফুলের দুনিয়ায় যাচ্ছে তাহলে কাঁটার প্রতি তাদের এতো মোহ কেন থাকবে? ৬৩ জন্ম তো তোমরা ভক্তিমার্গে শাস্ত্র পড়ে, পূজা করে এসেছো l তোমরা পূজাও প্রথমে শিববাবারই করেছিলে, তাই তো সোমনাথ মন্দির বানানো হয়েছিলো l মন্দির তো সমস্ত রাজাদের ঘরেই ছিলো, সেখানে কতো হীরে জহরত ছিলো l পরের দিকে কমতে শুরু করেছে l একটি মন্দির থেকেই কতো সোনা ইত্যাদি লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিলো l তোমরা এমনই এক ধনবান বিশ্বের মালিক হও l ইনি ধনবান

ছিলেন, এই বিশ্বের মালিক ছিলেন কিন্তু এনার রাজত্বের কতো সময় হয়েছে তা কেউই জানে না l বাবা বলেন যে, পাঁচ হাজার বছর হয়েছে l ২৫০০ বছর রাজত্ব করেছিলো আর বাকি ২৫০০ বছরে এতো মঠ, পথ ইত্যাদির বৃদ্ধি হয়েছে l

বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশী হওয়া উচিত যে আমাদের বেহদের বাবা পড়াচ্ছেন l তোমরা অগাধ সম্পদ পাও l শাস্ত্রে দেখানো হয় যে, সাগর ঠেকে রত্নের থালা ভরে দেবতা বের হয়ে এসেছিলো l এখন তোমরা ভরপুর করে জ্ঞানরত্নের থালা পাও l বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর l কেউ ভালোভাবে ভরপুর করে, কারোর আবার বেরিয়ে যায় l যে ভালোভাবে পড়বে আর পড়াবে সে নিশ্চই খুব ভালো ধনবান হতে পারবে l এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে l এই এই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে l যে খুব ভালোভাবে পড়বে সেই স্কলারশিপ পাবে l এ হলো ঈশ্বরীয় অবিনাশী স্কলারশিপ l আর দুনিয়ার হলো বিনাশী l সিঁড়ি খুবই আশ্চর্যের l এ তো ৮৪ জন্মের কাহিনী তাই না l বাবা বলেন যে, সিঁড়িকে এতো বড় ট্রান্সলাইট বানাও যে দূর থেকে সব পরিষ্কার দেখা যায় l মানুষ দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে l এরপর তোমাদের নামও উজ্জ্বল হতে থাকবে l এখন যারা চক্র লাগিয়ে চলে যায় তারাই আবার পরের দিকে আসবে l দুই চারবার ঘোরার পর ভাগ্যে যদি থাকে তাহলেই আকৃষ্ট হবে l প্রিয়তম তো একজনই, কোথায় আর যাবে l বাচ্চাদের খুবই মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে l মিষ্টি তখনই হবে যখন যোগে থাকতে পারবে l যোগের থেকেই প্রচেষ্টা হয় l যতক্ষণ মরচে না দূর হবে ততক্ষণ কারোরই এই চেষ্টা আসবে না l এই সিঁড়ির রহস্য সমস্ত আত্মাদেরই বলতে হবে l নম্বর অনুসারে ধীরে ধীরে সকলেই জানতে পারবে l এই হলো ড্রামা l এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী রিপিট হতে থাকে l যিনি এইসব বুঝিয়েছেন তাঁকে তো অবশ্যই স্মরণ করা চাই, তাই না l বাবাকে ওমনি প্রেজেন্ট (সর্বত্র বিরাজমান) বলা হয় কিন্তু ওখানে তো ওমনি প্রেজেন্ট হলো মায়া, এখানে হলেন বাবা কেননা তিনি এক সেকেণ্ডে আসতে পারেন l তোমাদের বোঝাতে হবে যে, বাবা এনার মধ্যে বসে আছেন l তিনি তো করণ - করাবনহার, তাই না ! তিনি করেনও আবার করানও, তিনিই বাচ্চাদের নির্দেশ দেন l তিনি নিজেও করতে থাকেন l এই শরীরে বসে বাবা কি করতে পারেন আর কি করতে পারেন না, তার হিসাব করো l বাবা খান না তিনি সুগন্ধ (ভাবটুকু) নেন l আচ্ছা l

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত l আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার l

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) রূপ - বসন্ত হয়ে নিজের বুদ্ধিরূপী ঝুলি সর্বদা অবিনাশী জ্ঞান রত্নে ভরপুর রাখতে হবে l এই বুদ্ধিরূপী ঝুলিতে যেন কোনো ছিদ্র না হয় l জ্ঞান রত্ন ধারণ করে অন্যকে তার দান করতে হবে l

২) স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য খুব ভালোভাবে পড়া করতে হবে l সম্পূর্ণ নির্বাসনে থাকতে হবে l কোনো প্রকারের শখ রাখবে না l নিজে সুগন্ধিত ফুল হয়ে অন্যকেও বানাতে হবে l

বরদানঃ- পরিস্থিতি রূপী মেঘকে দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে সেকেন্ডে ক্রস করে থাকা সিদ্ধি স্বরূপ ভব

কোনো কোনো বাচ্চা শাস্ত্রকারদের মতো বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে বেশ পটু। এমন এমন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে থাকে যে, শুনে বাবারও হাসি এসে যায়, কিন্তু অন্যরা তাতে প্রভাবিত হয়ে যায়। এই অনেক প্রকারের ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ রেজিস্টারের রোল বানাতে থাকে, সেইজন্য তার থেকে তীব্র বেগে উড়ে যাও, ইনোসেন্ট হও। বাবাকে দেখো, পরিস্থিতিকে দেখো না। এই সব পরিস্থিতি হলো মেঘের মতো, এগুলোকে সেকেন্ডে ক্রস করবার বিধির দ্বারা সিদ্ধি স্বরূপ হও।

স্লোগানঃ- যে কোনো বিষয়ে কোশ্চেন মার্ক তোলা অর্থাৎ ব্যর্থের খাতার সূত্রপাত হওয়া।

অব্যক্ত সাইলেন্স দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

এখন নিজের অন্তরের শুভভাবনা অন্য আত্মাদেরকে পৌঁছাও। সাইলেন্সের শক্তি প্রত্যক্ষ করাও। প্রতিটি বাচ্চার মধ্যেই এই সাইলেন্সের শক্তি রয়েছে । শুধুমাত্র এই শক্তিকে মন থেকে, তন থেকে ইমার্জ করো। এক সেকেন্ডে মনের সংকল্পকে একাগ্র করে নাও তবেই ফরিস্তা রূপের দ্বারা বায়ুমণ্ডলে সাইলেন্সের শক্তির প্রকম্পন ছড়িয়ে পড়বে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;